জাতীয় কেবিনেট বিভাগ

লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ৯/১২/২০০৬

চলমান স্বৈরাচারী গণতন্ত্র জনগণ চায় না
রাস্ট্রপতি এখন অস্ত্র আর সেনাবাহিনীর ভয় দেখিয়ে সবাইকে নির্বাচনে আনতে চান
------লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ

রাস্ট্রপতি এখন অস্ত্র আর সেনাবাহিনীর ভয় দেখিয়ে সবাইকে নির্বাচনে আনতে চান।কিন্তু বাংলাদেশ এখন মুক্তি চায়। মুক্তি চায় দুই পরিবারের হাত থেকে, মুক্তি চায় ''স্বৈরাচারী গণতন্ত্রের'' হাত থেকে।বাংলাদেশে যে গণতন্ত্র এটা গণতন্ত্র নয় এটা ''স্বৈরাচারী গণতন্ত্র''।অথর্ব রাস্ট্রপতি এই স্বৈরাচারী গণতন্ত্রের মূখপাত্র মাত্র। তত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি কোন গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় পড়ে না।এই পদ্ধতি একটি আত্নবিনাশী পদ্ধতি যা ইতিমধ্যেই প্রমানিত হয়েছে। অবিলম্বে জাতিকে সকল স্বৈরাচারী পদ্ধতি আর মানবাধিকার লংঘন থেকে মুক্তি পেতে নতুন সংগ্রাম শুরূর কোন বিকল্প নেই।

লিবারেল পার্টি বাংলাদেশের এক কেবিনেট সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে একথা বলা হয়। আজ মংগলবার সকালে দলীয় প্রধান কার্যালয়ে নির্বাহী কেবিনেট চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে কেবিনেট সভায় বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব আমিন আহমেদ চৌধুরী, এবিএস আলম চৌধুরী, মিজানুর রহমান চৌধুরী, গোলাম ছামদানী এবং আফজালুল হক সিকদার।

অপর এক প্রস্তাবে বলা হয়''বাংলাদেশ এখন সার্বিক অর্থেই মাফিয়া মাদক ব্যবসায়ী এবং দূর্নীতিবাজদের হাতে পাকা পোক্ত ভাবেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। দেশে ২ কোটির উপর বেকার রেখে আর রাস্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট করার পরে ক্রসফায়ারে মানুষ খুন করার রাস্টীয় পদ্ধতি প্রচলন করা যে কোন সুস্থ মানসিকতার কাজ নয় এটা যারা বোঝে না তারাও অসুস্থ । ঠিক একই ভাবে সাবেক সরকারের বর্তমান রাস্ট্রপতি সকল রাস্ট্রীয় হত্যালীলা বজায় রেখেছেন। আর কাকে রক্ষার জন্য এবথ কাকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য সেনা মোতায়েন করেছেন তা

পরবর্তী পাতা-২

৪৩৫ বড় মগবাজার, ৪র্থ তলা, ওয়ারলেস রেলগেট,
ঢাকা-১২১৭। ফোন: ৯৩৬০৭৭৪

জাতীয় কেবিনেট বিভাগ

লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

চলমান পাতা-২

আর কারো বুঝতে বাকি নেই।।চাঁদা আদায়কারি গুন্ডা-দর রাস্ট্রীয়ভাবে হত্যা করা হয়, কিন্তু জাতি ধংসকারী একজন মাদক ব্যবসায়ীকেও হত্যা করা হয় না কার স্বার্থে?তাহলে কি মাদক ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিরাই রাস্ট্রীয় ক্ষমতা সকল সময়ে নিয়ন্ত্রন করছে?

নেতৃবৃন্দ বলেন, সিরাজ সিকদার হত্যা নিয়ে বিএনপি কম ফায়দা লোটে নাই। এখন সিরাজ সিকদার হত্যার আসামী রক্ষীবাহিনীর অপারেশন ডাইরেক্টর সরোয়ার মোল্লাকে বেগম জিয়া তার দলে গ্রহন করে প্রমান করলেন আসলেই রাজনীতির এবং রাজনীতিবিদদের কোন চরিত্র নাই। আর চরিত্রহীন রাজনীতি, অপশাসন, রাস্ট্রীয় হত্যা, অবিচার, লুটপাট বেশীদিন স্থায়ী হলে সৃস্টিকর্তার উপরেই মানুষের আস্থা হারিয়ে যাবে।

তবুও মানুষের জন্য প্রজন্মের জন্য একটি সচ্ছ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেস্টা চলবে । যুগে যুগে মানুষের সংগ্রাম শুধু অন্যায়ের বিরুদ্ধে। আর সময় জাতির নেতৃত্ব তৈরী করে দেবে বলে নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন।

গ্রহনযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি না হলে এবং সব দল নির্বাচনে অংশ গ্রহন না করলে লিবারেল পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহন করবে না এবং দেশ ও জাতি এক মহাসংকটে নিপতিত হবে, গণতন্ত্রের প্রত্যাশা ব্যহত হবে।

বার্তা প্রেরক-

আবুল বাশার পাটোয়ারী
দপ্তর সম্পাদক

৪৩৫ বড় মগবাজার, ৪র্থ তলা, ওয়ারলেস রেলগেট,
ঢাকা- ১২১৭। ফোন: ৯৩৬০৭৭৪